আলামা কবি ইকবালের শেকওয়া এবং জওয়াবে শেকওয়া (বঙ্গানুবাদ)-১

১

লভ্য ছেড়ে ইচ্ছা করে ক্ষতির দায়ে পড়ব কেন?
ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে অতীত তরে কাঁদব কেন?
অবাক হয়ে বুলবুলিদের বিলাপ গাঁথা শুনব কেন?
আমিতো আর পুষ্প নহি নীরব ব'সে থাক্‌ব কেন?
বাক্‌শক্‌তি নির্ভীক আমায় কর'ছে এই ধরা ধামে,
ছাই মুখে হউক! তাই ক'রেছি শেকওয়া আজি খোদার নামে।

২

সভ্য বটে শিষ্ট বলে আমরা ভবে পরিচিত,
কিন্তু আজি বাধ্য হ'য়ে গাইতে হল দুঃখ গীত।
বীণা যদি নীরব তবু বেদন সুরে বুক স্ফীত,
'নালাযারী' আসলে মুখে ক্ষমা করা সমুচিত।
আলাহ! এবার বন্ধু মুখে অনুযোগের কেচ্ছা শোন,
নিত্য যারা গুণ গাহিছে, বারেক তাদের গেলাহ – শোন

৩

রোযে আযল হতে তুমি নিত্য আছ ত্রিভুবনে,
সুবাস তখন চিন্‌তনা কেউ ফুল ছিল না ফুল বাগানে।
ইনছাফেরই শর্ত মেনে বলতে হবে সরল মনে
'বাদেছবা' নইলে লোকে ফুলের সুবাস পে'ত কেনে?
হৃদয়-পুরের শান্তিস্থ মোদের যতই দুঃখের কারণ ছিল,
উম্মতেরা নচেৎ তোমার বন্ধু প্রেমে পাগল ছিল।

৪

আজব রঙের দুনিয়া ছিল আমরা নাহি আসতে হেথা,
কেউ করিত পাথর পূজা কেউ পূজিত বৃক্ষলতা;
সাকার বুতের নইলে পূজা লোকের মনে পেত ব্যথা,
মানতনা কেউ দৃশ্যহীন ঐ আকার বিহীন খোদার কথা।
তুমি বল কেউ কি তোমার নাম নিত এই মহীতলে?
আজকে তুমি পরিচিত মুসলমানের বাহু বলে।

৫

এই জগতে আমরা ছাড়া ছিল আরো জাতি কত!
ছলজুকী, তুরাণী ছিল ইরানে সাসানী যত।
ইউরোপেতে গ্রীক জাতি জ্ঞানার্জনে ছিল রত,
ইহুদী, নছরাণী এমন ছিল আরও কত শত?
কিন্তু তাদের কেউ কি কখন ধরত অসি তোমার তরে?
জ্বালাত কি কেউ তৌহীদ বাতি শিরিকপুরের আঁধার ঘরে?

৬

তোমার তরে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দিয়াছি শুধু মোরা,
এই দুনিয়ায় জলে স্থলে আমরা ছিলাম যোদ্ধা সেরা।
ইউরোপের গির্‌জাতেও আজান দিয়ে ক'রেছি সারা,
আফ্রিকার তপ্ত মরু নগ্ন পদে দলেছি মোরা।
রাজা মহারাজা হেরে ভয় করিনি কোন কালে,
কলেমা-তৈয়ব, পাঠ করেছি তলওয়ারের ছায়া তলে।

৭

যুদ্ধ বিপদ সইতে মোদের জীবন ধারণ ছিল ভবে,
তোমার তরে মরতে হলে অকাতরে মরত সবে।
রাজ্য লাভের তরে মোদের অসি ধারণ ছিল কবে?
প্রাণ নিয়ে ঐ খেলা মোদের ছিল কি হে! ধনের লোভে?
ক্বাউম আমাদের দুনিয়াদারীর ধনের তরে মরলে হেন;
বুত-ফরোশির বিনিময়ে বুত-শেকণী করত কেন?

৮

আমরা যখন যুদ্ধ মাঠে কুচ্‌ করিতাম বীরের মতন,
ভীত হয়ে সিংহ দলও পালাইত শিয়ালের মতন।
বাধ্য তোমার হইলে কেহ সবাই তাদের করত দমন
অসি কি ছার? ভয় করিনি তোপের মুখে আসতে কখন।
আঁকিয়াছি মানব হৃদয়ে তৌহিদের চিত্র মোরা,
খঞ্জরের তলে থেকে দিয়েছি তৌহিদের সাড়া।

৯

বল দেখি খায়বরের-দ্বার উখাড়িয়া ফেলছিল কে?
কায়ছরের রাজ্য পাঠে ধ্বংশ মুখে আনছিল কে?
লোকের গড়া মিথ্যা খোদার মুর্তিগুলি ভাঙছিল কে?
বিদ্রোহীদের সৈন্য দলে নেস্ত ও নাবুদ করছিল কে?
কার প্রতাপে 'ইরানীদের' 'আতশকদা' নির্ব্বাপিত?
কার যতনে 'ইযদানীদের' লুপ্ত সে নাম উচ্চারিত?

১০

কোন জাতি এই ভুমন্ডলে শুধু তোমায় চাইছে তারা?
তোমার তরে যুদ্ধ করে কষ্ট বিপদ সইছে কারা?
কার অসিতে দুনিয়া পুরে নামল এমন শান্তি ধারা?
নারায়ে-তকবীর কাদের উঠল জেগে দুনিয়া সারা?
কার ভয়েতে ছনমগুলি থরথরিয়ে কাঁপত ডরে?
সিজ্‌দা করে বলত 'হুয়ালাহু আহাদ' উচ্চঃস্বরে?

আলামা কবি ইকবালের শেকওয়া এবং জওয়াবে শেকওয়া (বঙ্গানুবাদ)-২

১১

যুদ্ধে রত এমন সময় হলে তাঁদের ওয়াক্তে নামায,
কেবলামুখী সিজ্‌দা করে ধন্য হত কওমে হেজায।
এক ছফেতে ভূক্ত হত গযনবী মাহমুদ ও আয়ায,
ফরক নাহি থাকত তখন বান্দা কিংবা বান্দা নাওয়াজ।
গোলাম, মনিব, ধনী গরীব প্রভেদ নাহি থাকত পাছে,
সবাই তাদের একই হইত আসত যখন তোমার কাছে।

১২

ঘুরিয়াছি ভবের সভায় যাজকবেশে দিবা রাতে,
যাত্রা ছিল যথা তথা তৌহিদ-সুরার পেয়ালা হাতে।
জলে স্থলে গহন বনে গেছি তোমার বার্তা সাথে,
কিন্তু কভু নিরাশ হৃদে ফিরিনি গো কোথা হতে।
স্থলের বিষয় তুচ্ছ কথা, ঝাঁপ দিয়েছি সাগর জলে,
বাহরে-যুলমাত পার হয়েছি অশ্বধাবি মনের বলে।

১৩

অসার, বাতেল ছিল যত, দূর করেছি জগত হতে,
মুক্ত করেছি মানব কুলে, দাস গোলামির কবল হতে।
কাবাগৃহে সিজ্‌দা করার জাগল রীতি মোদের সাথে,
বুকে কোরান ধারণ করা শিখল জগৎ আমাদের হতে।
তবু বলো মুসলিমেরা ক্বাওমে ওফাদার নহে,
আমরা যদি বে-ওফা হই তুমিও তো দিলদার নহে?

১৪

আমরা ছাড়া আরও বহু উম্মত আছে এ সংসারে,
কেহ তাদের পাপী তাপী মত্ব কেহ অহঙ্কারে।
অবোধ সুবোধ, মন্দ ভাল আছে প্রতি ঘরে ঘরে,
অনেকে তাদের আবার তোমার নাম নিতেও ঘৃণা করে।
তবু তোমার দয়া বারি বর্ষে সদা তাদের প্রতি,
বহ্নানলে পুড়ে মরে নিরীহ মুসলিম জাতি।

১৫

বুতখানাতে হাসতেছে বুত মুসলিমের দুর্দশা হেরে,
তারা বলে কা'বা গৃহের রক্ষী গেল জগৎ ছেড়ে।
'হুদা' রবে উষ্ট্র চালক আর কতদিন এই দুনিয়া পরে,
বগল মাঝে কোরান ধারী ধীরে ধীরে পড়ছে সরে।
অসত্যের এই বিদ্রুপে কি নাইরে তোমার অনুভূতি,
কিসের তোমার যত্ন নেওয়া রক্ষিতে তৌহিদের জ্যোতি?

১৬

সভায় গিয়ে দুইটি কথা বলতে নাহি পারে যারা
তাদের ধনও রতন হেরে দুঃখ নাহি করছি মোরা।
কিন্তু এযে সহ্যাতীত হুর ও কছুরপাবে তারা,
আর আমাদের ভাগ্যে নাহি জুটবে হুরের ওয়াদা ছাড়া।
তাই বলি আর নাইরে এখন তোমার সেই পূর্ব দয়া,
বলব কি আর? মাথার উপর নাই সে তোমার স্নেহের ছায়া।

১৭

অনুগ্রহের সংখ্যা শুমার নাইযে তোমার জানি মোরা
তবে কেন মুসলিমেরা পার্থিব ঐশ্বর্য হারা?
প্রবাহিত করিতে পার মরুর বুকে জলের ধারা,
শুষ্ক নদে বান ডাকায়ে করতে পার সাগর পারা।
শুধু মোদের ভাগ্যে কেন নিন্দা কুযশঃ যত ইতি?
তোমার তরে মরতে গেলে তাদের কি এই পরিণতি?

১৮

বিশ্ব আজি অন্যেরে চায় মুসলমানে চায় না ফিরে,
কাল্পনিক এক দুনিয়া আছে মাত্র এই জাতির তরে।
বিদায় নিয়ে যাচ্ছি মোরা অন্য থাকুক জগত ভরে,
কিন্তু যেন বলতে না হয় তৌহিদ গেল দুনিয়া ছেড়ে
আমরাত চাই ভবে যেন জিন্দা তোমার নামটি থাকে,
সম্ভবে কি কখন ইহা! সাকি ছাড়া জামটি থাকে।

১৯

নাই সে সভা, নাই সভাসদ, নিত্য তোমায় চাইত যারা
নাই তারা আজ, দুপুর রাতে তোমার তরে কাঁদত যারা।
প্রেমিক যারা নিয়ে গেছে যোগ্য পারিতোষিক তারা,
আসন নেওয়ার সাথেই কেন হইছে তারা আসন ছাড়া?
প্রেমিক সকল গেছে চলে আসবে বলে ওয়াদা দিয়ে,
তাদের এখন তালাস কর রূপের চেরাগ হাতে নিয়ে

২০

মজনুনেরি হৃদয় যেই, লাইলি প্রেমের লীলা সেই,
নজদ দেশী কুরাঙ্গীদের মন ভুলানো নৃত্য সেই।
প্রেমের খেলা মনের বেদন, রূপের ছটা ওই একই,
তুমি যেই তোমার নবীর পবিত্র উম্মতও সেই।
তুমি কেন আপন জনে কষ্ট দেওয়া বল দেখি
ভক্ত প্রতি এমন ভাবে বিমুখ হওয়ার কারণটা কি?

আলামা কবি ইকবালের শেকওয়া এবং জওয়াবে শেকওয়া (বঙ্গানুবাদ)-৩

২১

তোমায় ছেড়ে তারা যেন নবীকেও ত্যাগ করেছে,
বুত শেকনীর পেশা ছেড়ে বোত গড়নের কাজ ধরেছে।
নিখুঁত প্রেমের পথ হারায়ে আশার মায়ার পথ খুঁজেছে
সালমান ও ছাহাবীদের পন্থা ছেড়ে ভুল করেছে।
তাকবীরের অগ্নি আছে লুকায়িত হৃদয় মাঝে
বেলালেরি প্রাণ রয়েছে কিন্তু নাহি আনছে কাজে।

২২

সেই পুরাতন প্রেমের লীলা কার্যকরী নয় গো কেন?
কৃতজ্ঞতার পথিক মোরা নিত্য তোমার বাধ্য হেন।
হৃদয়খানি ব্যস্ত সদা কিবলা নোমা যন্ত্র যেন,
ওফাদারির কানুন মেনে চলছি তবু বিরাগ কেন?
কখনো তুমি মোদের সাথে কখনো আবার পরের সাথে
বলবো কি আর তুমিও যে চাও সকলের মন যোগাতে।

২৩

ফারানেরই গিরি শিরে ইসলামেরে পূর্ণ করে,
নিয়েছিলে ইঙ্গিতেই সংখ্যাতীত হৃদয় কেড়ে।
তুমিইত দান করেছ অগ্নিশিখা প্রেমের করে,
আজো তোমার রূপের জ্যোতিঃ বিশ্বজগত আছে জুড়ে।
তবে মোদের হৃদয়ে কেন, নাই আজি সেই অগ্নিকণা?
আমরা যে সর্বহারা, ইহা তোমার নাই কি জানা?

২৪

নজদ মাঠে নাই সে আজি উষ্টপালের ঘন্টা ধ্বনি
মজনু আজ ব্যস্ত নহে দেখতে লাইলীর হাওদা খানি
নাই ক্ষমতা নাই মমতা নাই সে হৃদয় সবাই জানি,
তুমি যখন মাহফিলে নাই বলবে কে আর সুখের বাণী।
কৈ সে সুদিন যে দিন তুমি আসবে আবার সেজে গুজে
নিঃসংকোচে করবে গমন আশেক পুরে নয়ন বুজে।

২৫

অন্য জাতি কুঞ্জে বসে ফুর্তি করে সুরা পানে।
শ্রবণ তাদের সার্থক আজ পাপিয়ার কুহুতানে।
নীরব বসে সুখের সুরা ভরছে জামে ফুল মনে,
কিন্তু তোমার পাগলদের ওই দৃষ্টি শুধু তোমার পানে।
পতঙ্গদের প্রাণে আবার শক্তি দানো দহিবারে,
বিদ্যুতেরে দাও অবসর পূর্ব খেলা খেলিবারে।

২৬

বিপদ গামি কাফেলা ঐ চলছে আবার হেজায পানে,
পক্ষহীন পক্ষীদলে মদদ কর পাখা দানে
অভিলাষের সুবাসভরা গুলিস্তানের মুকুল প্রাণে,
তোমার দয়ায় ফুটলে আবার ভরবে জগত তাদের ঘ্রাণে।
নেগমা গুলি বাহিরেতে ব্যস্ত সদা সেতার তরে
কোহেতুরের ইচ্ছা আবার ভস্মী হতে জ্বলে পুড়ে।

২৭

মুক্ত কর বিপদ হতে উপায় বিহীন উম্মতেরে
পিপিলিকায় সোলায়মানের আসন দানো যত্ন ক'রে।
দুর্লভ সে ভালবাসা দাও হে আবার সুলভ ক'রে,
মুসলমানই কর আবার ছনম খানার বাসিন্দারে।
দুঃখে তাদের চক্ষে আজি রক্ত নদী প্রবাহিত,
নালাযারীর ভীষণ ঝড়ে বক্ষ তাদের তরাঙ্গিত।

২৮

কুসুমরাজি করছে ব্যক্ত কুঞ্জবনের গুপ্ত কথা,
চুগোলখোরীর দরুন যেন তাদের মনে পাচ্ছে ব্যথা।
মৌসুম এবার শেষ হয়েছে গুলশানে নাই পুষ্পলতা,
শুনবেনা আর কুসুম ডালে বুলবুলিদের বিলাপ গাঁথা।
কিন্তু শুধু একটি দুঃখী বুলবুলি গান ক'রছে বসে,
জগৎ বুঝি জ্বলবে এবার তার হৃদয়ের হা হুতাসে।

২৯

কুকুদলও যাচ্ছে চলে ছনুবরের শাখা ছেড়ে,
গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলি শুষ্ক হয়ে পড়'ছে ঝরে।
ফুল বাগানের পূর্ব বাহার নাই গো আজ চমনপুরে,
পত্রাবলী ঢাকছেনা আর নগ্নশাখা যত্ন করে।
মৌসুমের এই ঘোর বিপাকে বুলবুলিটি গাহিছে গাঁথা,
গুলশানে কেউ থাক্‌লে আজি বুঝতো তাহার মনের ব্যথা।

৩০

মরনেও শান্তি নাহি সুখ ভোগও নাই তার জীবনে,
খুনে জিগার পান করিতে শান্তি শুধু পায় সে মনে।
নিত্য নুতন চিত্র কত ফুটছে তাহার নয়ন কোণে,
তাল - বেতালে গাইছে নানা দুঃখ গাঁথা বিজন বনে।
কিন্তু কেউ নাই ফুলবাগানে দেখতে এসব দুর্দশা তার,
বক্ষে যেই দাগ পড়েছে লালা বিনে বুঝবে কে আর।

৩১

হয়ত তাহার কুহুতানে হৃদয় আবার দীর্ণ হবে,
নিদ্রাতুর অলস পথিক জাগবে আবার ঘন্টা রবে।
ওফাদারির নব্যযুগে অলস প্রাণটি আবার জিন্দা হ'বে,
পূর্বসুরা পান করিতে মনটি আবার ব্যস্ত হবে
আজম দেশী পাত্র হলেও সুরা মোদের আরব দেশী,
গান যদিও হিন্দী মোদের সুরটি সেই হেজায্ দেশী।

আলামা কবি ইকবালের জওয়াবে - শেকওয়া

১

প্রাণ হতে নির্গত কথা অন্য প্রতি আছর করে,
পাখা নাহি থাকলেও তা' পাখা ছাড়া উড়তে পারে।
মূলে উহা পূত বলে উর্দ্ধে যেতে যত্ন করে,
ভুতল মাঝে জন্মিলেও গমন করে আকাশ পরে।
প্রেম যে আমার বিবাদ প্রিয়, বিদ্রোহী আর চতুর ছিল,
তাই ত আমার কান্নাকাটি গগন ভেদী উর্দ্ধে গেল।

২

কবি যখন চিন্তা - মদে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে,
লালা - দুবী ধরে আঁখি রক্তমাখা অশ্রুভরে।
হৃদয় পুরের ভাব কোলাহল শান্ত আকার ধারণ করে,
'সরুশ' তখন আকাশ থেকে কাব্য আনে জমির পরে।
কিন্তু আমার বিষয় ছিল এ'সব হতে বহুদুরে,
কাব্য আমার ভুতল হতে উঠল গিয়ে আরশ পরে।

৩

বৃদ্ধ আকাশ শব্দ শু'নে বলে কোথায় আছে কেহ,
গ্রহ-রাজি বল বুজি আরশ ধামে হবে কেহ।
চাঁদ বলিল নহে বরং ভুতলবাসী হ'বে কেহ।
ছায়া পথও বলল হেথা লুক্কায়িত হ'বে কেহ।
কিন্তু আমার শেকওয়া শুধু রিদওয়ানই বুঝেছিল
আমি স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত মানব তাহা জেনেছিল।

৪

ফেরেশ্তারা স্তব্ধ হ'য়ে বললো, এসব কিসের ধ্বনি,
আরশিগণও ভেদ করিতে পা'রলো না রহস্যখানি।
মানুষ আবার আরশ ধামে আসতে পারে এ'কি বাণী,
নগন্য এই মাটি আবার কিসে হলো উর্দ্ধগামী,
ভুতলবাসী এতই কি শিষ্টাচারের নীতি হারা?
কি ভয়ানক দুঃসাহসী বসুন্ধরার বাসিন্দারা?

৫

কি বেহায়া! আলহকে যে রাগ করিতে শঙ্কা নাই,
ইহারা কি আদম জাতি? ফেরেশ্তাদের নম্য যেই।
আলহ পাকের 'কাইফ্' ও কাম্মের, গোপন কথা জানে ছহী,
কিন্তু নিজের অক্ষমতার বিষয় বুঝি জ্ঞাত নাহি।
বাক শক্তি আছে বলে মানব জাতি গর্ব করে,
কিন্তু সবে কথার মতন কথা কোথায় বলতে পারে।

৬

দৈব বাণী হলো তখন, দুঃখ ভরা হায়! কেচ্ছা তোমার,
করুণ আঁখির অশ্রুনীড়ে পূর্ণ যে পয়মানা তোমার।
গগন ভেদী উঠল আজি না'রায়ে মস্তানা তোমার
কতই যে নির্ভীক এই পাগল পারা দিলটি তোমার।
শেকওয়া তোমার শোক্র হেন হলো কথার ভঙ্গি হ'তে,
বান্দাকে আজ বাক্যালাপী করলে তুমি খোদার সাথে।

৭

দান করিতে প্রস্তুত আমি কিন্তু কেহ প্রার্থী নাই,
পথ দেখাব কারে আমি মানযেলের পথিক যে নাই।
শিক্ষা আমার সার্ব - জনীন কিন্তু কেহ গ্রহীতা নাই,
আদম যাতে সৃষ্ট হলো সেই উপাদান এখন যে নাই।
যোগ্য পেলে রাজার মতন সম্মানিত করি তারে,
তালাশ যা'রা করতে জানে নতুন জগৎ দেই তাদেরে।

৮

বাহ্ তোদের শক্তিহীন আর এলহাদেতে প্রাণ উথলা।
নবীরও যে লজ্জা আসে তোদেরে 'উম্মতি বলা'
বুত্ শেকন্ আজ নাহি ভবে, হয়েছে বুত্ গড়ের মেলা,
পিতা ছিলেন 'ইব্রাহীম' আর পুত্র যে আযরের চেলা।
নতুন নতুন সূরা পায়ী, সূরা নতুন পাত্র নতুন,
কাবা গৃহের হেরম নুতন, তোমরা নুতন বুতও নুতন।

আলামা কবি ইকবালের শেকওয়া এবং জওয়াবে শেকওয়া (বঙ্গানুবাদ)-৫

৯

এমন দিনও ছিল যখন এসব নিয়ে গর্ব ছিল,
গোলাব ফুলের মৌসুমেতে বন্য - জবার আদর ছিল।
মুসলমানের খাঁটি যারা, তাঁরা খোদার পাগল ছিল,
তোদের প্রিয় নবীও যে বিশ্ব প্রেমে মগ্ন ছিল।
আজ তোমরা একক খুঁজে দাসত্বের চুক্তি কর।
মুহম্মদের ধর্মকেও স্থান বিশেষে বন্দী কর।

১০

প্রাতঃকালীন শয্যা ত্যাগ কষ্ট তোদের লাগে ভারি,
আমি কে হে! নিদ্রাই যে, বন্ধু তোদের উপকারী।
স্বাধীন মেযাজ সইতে নারে রোজা মাসের কঠিন বেড়ী,
তোমরা বল সত্যি করে এই কি তোদের ওফাদারী?
জাতি গড়ে ধর্ম হতে ধর্ম বিহীন জাতি কোথা।
আকর্ষনী শক্তি ছাড়া তারকা মালার সভা বৃথা।

১১

এই জগতে তোমরা শুধু সর্বদিক উপায় হারা,
তোমরাইত সেই জাতি উচ্চ আসন চায় না যা'রা।
তোমাদেরই শস্য গোলা হয় সতত বজ্র পোড়া,
তোদের তরে সাজে শুধু পিতৃ কবর বিক্রী করা।
কবর বেচে ভবে যদি হতে পার সুনাম ধারী,
বাধা কি আর সুযোগ পেলে হইবে সে বুত্ বেপারী।

১২

কারা এসব অসার, বাতেল দুর করেছে জগৎ হতে,
মুক্ত করেছে মানবকুলে দাস - গোলামীর কবল হ'তে।
ক্বাবা ঘরে সজদা করার জাগ্‌ল প্রথা যাদের সাথে,
বুকে কোরান ধারণ করা শিখল জগৎ যাদের হতে।
তাঁরা তোদের পুর্ব পুরুষ; আর আজকে তোমরা কে?
এন্‌তেজারী ক'রছ বসে হাতের উপর হাতটি রে'খে।

১৩

কি বলিলে! মুসলমানের জন্য কেবল ওয়াদায়ে হুর
নাহক কথা বলতে তোদের নাইক যেন একটু শউ'র
আলহ্ পাকের ইনছাফে কি হইতে পারে বিন্দু কছুর,
মুসলমানের গুণ লভিয়ে পাচ্ছে তারা হুর ও কছুর।
তোদের মাঝে কারো কাছে হুর লভিবার ইচ্ছা যে নাই,
তুরের জ্যোতি আছে তবু মুসার মতো নবী যে নাই।

১৪

জাত হিসাবে মুসলমানের লভ্য - ক্ষতি উভয় একই
নবী বল, ধর্ম বল, ঈমান বল, সবাই একই।
কাবা বল, কোরান বল, আলহ বল তাহাও একই,
তবে কি যে কঠিন ছিল তারাও যদি হত একই?
কিন্তু কোথাও জাত্যাভিমান, কোথাও আবার দলাদলি,
এসব কি আর ভবের মাঝে মহান হওয়ার ক্রিয়াবলী?

১৫

কে তোমাদের চ'লছে আজি নবীর গড়া কানুন মে'নে?
সময় বুজে কে তোমাদের কার্য সাধন করতে জানে?
ভিন্ন জাতির অনুকরণ পাচ্ছে শোভা কা'র নয়নে?
কে দেখে আজ ঘৃণা ভরে মুরব্বিদের চাল-চলনে?
রুহে নাহি অনুভূতি, অন্তরে না জ্বালা আছে?
মুহাম্মাদের পয়গামেরেও মর্যাদা নাই তোদের কাছে।

১৬

মসজিদে আজ কাতার বেঁধে নামাজ পড়ে গরীবেরা
উপবাসের কষ্ট স'য়ে রোযা রাখে গরীবেরা।
আমায় যা'রা স্মরণ করে তারাও সেই গরীবেরা।
তোদের যাহা সম্মান আছে তা'ও রেখেছে গরীবেরা।
ধনের নেশায় বিভোর হয়ে ধনী আমায় গে'ছে ভুলে।
ইসলাম আজও জিন্দা আছে দরিদ্রের দোআ - বলে।

১৭

জাতীয় সেই বক্তাগণের নাই সে শুভ চিন্তা - ধারা
জ্বালাময়ী বক্তৃতা নাই প্রাণটি ত্বারিত শক্তি হারা,
আজান দেওয়ার প্রথা আছে, নাই বেলালী প্রাণের সাড়া
ফলছফা আর থাকলে কি হয়, গায্‌যালীর শিক্ষা ছাড়া?
মসজিদ আজি কাঁদছে বসে, হায়! নামাযী কেউ ত নাহি।
হেযাযী সেই গুণে আজি গুনান্বিত কেউ ত নাহি।

১৮

করছ নিনাদ মুসলিম আজি যাচ্ছে চ'লে জগত ছেড়ে,
আমি বলি; আছ কি হে! মুসলমান এই দুনিয়া পরে।
নছরানী আর হিন্দু সবাই চাল চলনে বাইরে ঘরে
তোমরা কিহে মুসলমান আর ইয়াহুদ যা'রে ঘৃণা করে।
বলতে পার সৈয়দ তুমি, মিরযা তুমি, পাঠান তুমি,
কিন্তু কি হে বলতে পার খাঁটি মুসলমান যে তুমি?

আলামা কবি ইকবালের শেকওয়া এবং জওয়াবে শেকওয়া (বঙ্গানুবাদ)-৬

১৯

বাক্যালাপে সত্য বলা মুসলমানের স্বভাব ছিল,
বিচার তাদের বে-তরফকাশী আরও কত নিখুঁত ছিল।
মুসলমানের স্বভাব তরু লজ্জা রসে সিক্ত ছিল,
আবার তাঁদের বীরপনা, চিন্তাধারার অতীত ছিল।
আত্মস্বরুপ প্রকাশ করা ছিল তাঁদের সুরার ধারা,
সব সময়ে হ'ত তাদের মদের বাটি আপন হারা।

২০

দুষ্ট রগের অস্ত্র ছিল মুসলিমেরা যত ইতি,
কর্মময় জীবন যাপন ছিল তাদের জীবন নীতি।
আস্থা তাদের ছিল সদা আপন বাহুবলের প্রতি,
তোদের আছে মৃত্যু ভয় আর তাদের ছিল খোদার ভীতি।
পুত্র যদি পিতৃগুণে বিভুষিত হ'তে নারে।
কুপুত্র সে, যোগ্য নহে পিতৃ মিরাছ লভিবারে।

২১

প্রত্যেকেই তোদের আজি বিলাস - মদে মতোওয়ারা,
তোমরা কিহে মুসলমান আর এই কি মুছলমানীর ধারা?
নাই সে আলীর দরিদ্রতা, ওছমানী দৌলতও হারা।
পিতৃ পুরুষের সাথে তোরা রূহানী সম্পর্ক ছাড়া।
মুছলমানী নিয়ে তারা মুখ্য ছিল ধরাতলে,
আর তোমরা কুরআন ছেড়ে যাচ্ছ আজি রসাতলে।

২২

তাঁরা ছিলেন দয়ার আকর, তোমরা সবি হিংসুক আজি,
তাঁরা ছিলেন ক্ষমাশীল আর তোমরা চল দোষটি খুঁজি।
সবায় চায় উর্দ্ধাকাশে বাস করিতে ভু-তল ত্যাজি,
কিন্তু আগে লাভ করিতে হবে যে সেই গুণ রাজি।
কাই - সিংহাসন ছিল তোদের ফগফুরী সেই তখ্ত তোদের
ওসব এখন বাজে কথা' বলতে শরম নাই কি তোদের।

২৩

তোমরা সবি আত্মঘাতি তারা ছিলেন অভিমানী,
ভ্রাতৃবোধে বিমুখ তোরা, তাঁরা ছিলেন প্রেমের খনি,
তোমরা আছ মুকুল নিয়ে, তাঁদের ছিল বাগানখানি,
তোমরা শুধু কথার মানুষ, কর্ম ছিল তাঁদের বাণী।
তাঁদের ওসব কেচ্ছা আজো জগদ্বাসীর আছে জানা,
যুগের পাতে রইছে লিখা তাদের সেই গুণপনা।

২৪

তোদের মাঝে তারার মতন উজ্বলি'য়ে উঠল যারা,
হিন্দি বুতের প্রেমে ম'জে ব্রাহ্মনই সাজ্ল তারা।
উর্দ্ধ পানে উড়তে গিয়ে হল আপন আসন ছাড়া,
আমল বিহীন যুবক ব'লে ধর্মে হ'ল আস্থা হারা।
মুক্ত হ'লে তাহ্যীবেরি বানে সকল বাঁধন হতে
কা'বা ছেড়ে বাস করিতে আসল যেন বুত খানাতে।

২৫

মজনু একা বসবাসের কষ্ট না আর সহ্য করুক,
শহরতলীর বদ্ধ বাতাস মাঠে না আর বয়ে পড়ুক।
সেত পাগল; লোকালয়ে থাকুক আর নাই বা থাকুক,
কিন্তু উচিৎ, লায়লী মুখও ঘোমটা হ'তে মুক্ত থাকুক।
যুলুম ও সেতম বলে তখন অনুযোগ আর নাহি রবে,
ইশ্‌ক যখন স্বাধীন চেতা তবে রূপ কেন না স্বাধীন হবে?

২৬

নব্য যুগের বজ্রপাতে জ্বলছে আগুন সর্ব ঠাঁই
বন বল, বাগান বল, কোন কিছুর রক্ষা নাই।
প্রাচীন জাতিদের ইহা কষ্ট সম চলছে দাহী,
সত্য নবীর ধর্মেও যে ধ'রল আগুন আচল বাহী।
ইব্রাহীমি বিশ্বাস আজো আনতে যদি পার মনে,
অগ্নিকেও তবে পরিণত করতে পার পুষ্প বনে।

২৭

গুলিস্থানের দৃশ্য হেরে মালী যেন দুঃখ না করে,
তারার মতন মুকুল সেথায় পাচ্ছে শোভা শাখার পরে।
ফুটবে কুসুম শহীদগণের রক্ত বরণ ধারণ করে,
আবর্জনা থাকবে না আর ফুল বাগানের ঝোপের ধারে।
ঐ যে দেখ রাঙা গগণ শুদ্ধ যেন রক্ত মাখা,
নবোদিত দিবাকরের আলো রাশি যাচ্ছে দেখা।

২৮

ভবোদ্যানে অনেক জাতি ফুল তুলিতে আছে রত,
হেমন্তের আঘাত পেয়ে নিরাশ হৃদে ফিরছে কত!
অনেক তরু সতেজ আবার নিস্তেজও আছে শত শত,
অনেক আবার কুঞ্জ বনের গর্ভে আছে লুক্কায়িত।
ইছলামী বৃক্ষে এবার ফল ধরিবে হচ্ছে আশা,
বহুদিনের যত্নে বুঝি আজ তাহার এই শুভ দশা।

আলামা কবি ইকবালের শেকওয়া এবং জওয়াবে শেকওয়া (বঙ্গানুবাদ)-৭

২৯

মাতৃভূমির ধুলা হতে মুক্ত সদা আচল তোদের,
ইউছুফ তোরা, জগৎখানি মাতৃভূমি কেনান তোদের।
লুপ্ত কভু হচ্ছে না এই দুর্জ্জেয় কাফেলা তোদের,
বাঙ্গে - দেরাই জগৎ মাঝে হচ্ছে সেরা উপায় তোদের।
মোমের বাতির মতন রাজে শিখার মাঝে তোদের কায়া,
দগ্ধিভূত হয় সকলি পড়লে তোদের ভীতি ছায়া।

৩০

তোমরাত আর মুছিবেনা ইরান গেলে রসাতলে,
পাত্রের সাথে নেশার যে সম্পর্ক নাহি সবাই বলে।
জগতবাসীর আছে জানা; তাতারীদের যুদ্ধ ফলে,
কা'বা গৃহ মন্দির হ'তে রক্ষা পেল ঐশী বলে
এই যমানায় খোদাই তরীর চালক আছ তোমরা শুধু,
গো-ধুলিতে মিটি মিটি জ্বলছে তোদের তারকা শুধু।

৩১

বুলগেরীদের হামলা যে এই হচ্ছে আজি তোদের পরে,
চেতনারই পয়গাম ইহা, অলসগনের ঘুমের ঘোরে।
বুঝতে পার হচ্ছে এসব তোদের মনকষ্ট তরে,
নহে বরং কোরবাণীরই পরীক্ষা আজ তোদের তরে।
বিপক্ষদের অশ্ব নাদে মনে কেন আনছ ভীতি,
শত্রুগণের ফুৎকারে আর নিভিবে না খোদার জ্যোতিঃ

৩২

তোদের ভেদ রইছে গোপন অপরাপর জাতির কাছে;
ভবের সভায় তোদের নি'য়ে আজো বহু দরকার আছে।
তোদের তাপে তপ্ত হ'য়ে বিশ্ব আজো জিন্দা আছে,
খেলাফতের কল্যাণেও তোদের বহু সম্মান আছে।
অবসরের সময় কোথায় কাজ যে অনেক আছে বাকী।
তৌহীদ জ্যোতি পূর্ণ হ'তে সময় আরও আছে বাকী।

৩৩

কলির মাঝে বন্ধ সুবাস! ছড়াইতে যত্ন কর,
গুলিস্তানের মৃদু সমীর! দিক বিদিকে ব'য়ে পড়।
তুমি ক্ষুদ্র কেন? ধুলি হ'তে ছাহারাটী গঠন কর;
হিলোলের স্বরুপ ত্যাজি ঝাঞ্ঝারাতের আকার ধর।
পতিতগণে উন্নতি দাও ইসলামী সেই প্রেমের বলে,
মুহাম্মদের (সঃ) সুনাম যেন উজ্জ্বলে এই ধরা তলে।

৩৪

সেই নামেরই কুসুম ছাড়া বুলবুলিদের বিলাপ বৃথা,
ফুল বাগানের শোভা বৃথা, মুকুল রাজির হাসি বৃথা,
সেই নামেরই সাকী ছাড়া পাত্র বৃথা, শরাব বৃথা,
তৌহিদ সভার শোভা বৃথা, তোমাদেরও হাস্তি বৃথা।
সেই নামেরই কল্যাণে আজ আকাশ আছে শূন্য পরে,
ভরের নাড়ী সবল আছে পবিত্র সেই নামের জোরে।

৩৫

সাহারার মরুতে আর পর্বতেও সে নামটি আছে,
সাগর বুকের হিলোলে আর তুফানেও সে নামটি আছে,
চীন দেশে ও মরক্কো বনেও সে নামটি আছে,
মুসলমানের ঈমানেতেও লুক্কায়িত সে নামটি আছে।
প্রলয় যাবৎ সর্ব জাতি এই তামাশা দেখতে পাবে,
উন্নত করেছি তোমার তরে মর্যাদাটি দেখতে পাবে।

৩৬

সৃষ্ট-যুগের চক্ষু মনী কৃষ্ণ বরণ ধরাখানি,
মুসলমানের শহীদ পালক বিচিত্র এই দুনিয়াখানি।
মুহাব্বতের তাপে তাপী এই হেলালী ভুতলখানি,
প্রেমিকগণের ভাষা মতে বেলালী এই জগৎখানি।
সেই নামের পারার মতন কাঁপছে সদা থরথরিয়ে
চক্ষু মণির মতন আছে নুরের মাঝে ডুব্ কাটিয়ে।

৩৭

জ্ঞান তোমাদের ঢালটি হেন, প্রেমটি যেন অসি করে,
দরবেশ আমার! খেলাফতই জগজ্জয়ী করবে তোরে।
তাকবীরানল আলাহ্ বিনে সবকে দেবে ভস্ম করে,
তদবীরই শ্রেষ্ঠ উপায় সত্য মুসলমানের তরে।
নবীর কথা মানলে সবে খোদাকেও তখন পাবে,
জগৎ কি ছাড়। লওহে কলম সবই তখন তোদের হবে।

৩৮

জানিনা অতীত সুর আবার বাজিবে কিনা?
হেজাজী সমীর পুনঃ এদিকে বহিবে কিনা?
এই দীন ফকিরের নিঃশেষ হইল আয়ু।
অপর রহস্য ভেদী জানিনা জন্মাবে কিনা?
ঈমানদারের নিশানাটি বলতেছি ভাই তোদের তরে,
মৃত্যুকালে মৃদু হেসে মৃত্যুকে যে বরণ করে।